Manash Mondal

SEM:-(IV)

SUBJECT- Sanskrit(Hons)

SANH-H-CC-08

সংখ্যাকে নির্দেশ করছে। প্রথমটি বৈদিক ছন্দঃশাস্ত্রানুসারী, দ্বিতীয়টি লৌকিক। উদাহরণরূপে জগতী শব্দটি ধরা যায়। এটি কখনো ১২ সংখ্যাকে বোঝায়, কখনো বা ৪৮ কে। গ্রন্থকারগণ নিজ নিজ রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী শব্দ বেছে বা তৈরি করে নিয়েছেন। অনেকসময়ই একটি কোনো শব্দের অর্থ অনুযায়ী গ্রন্থকার জটিল বা অনতিপ্রচলিত কোনো সমার্থক শব্দ সৃষ্টি বা ব্যবহার করেছেন, যেমন ৬ বোঝাতে কুসুমলিট্‌পাদ (ভ্রমরের পা), ষট্‌তুণ্ডতুণ্ড (কার্তিকের মুখ), ১ বোঝাতে ওষধীশ (চন্দ্র), মৃগলাঞ্ছন (চন্দ্র), ৩ বোঝাতে ধনঞ্জয় (অগ্নি) ইত্যাদি। এই রকম নানা শব্দ পর পর সাজিয়ে কোনো সমাসবদ্ধ পদ বা কোনো বাক্য থাকলে তার থেকে ঈপ্সিত সংখ্যাটি পেতে *অঙ্কানাং বামতো গতিঃ* অর্থাৎ অঙ্কগুলি ডাইনে থেকে বাঁয়ে গমন করে এই নিয়মে উলটো করে সাজিয়ে নিতে হবে।

সাধারণতঃ যে সব শব্দ দিয়ে সংখ্যা প্রকাশ করা হয় তাদের মধ্যে বেশি প্রচলিত/ জনপ্রিয় কয়েকটিকে বেছে নিয়ে একটি তালিকা দেওয়া হচ্ছে:

০= শূন্য; খ, গগন, অম্বর, অভ্র, নভস্, অন্তরিক্ষ, বিষ্ণুপদ, আকাশ, অনন্ত, ব্যোমন্, দ্যু।

১= আদি; চন্দ্র, শশিন্, ইন্দু, বিধু, শীতাংশু, শীতরশ্মি, অত্রিনয়নজ, মৃগাঙ্ক; ভূ, ভূমি, ক্ষিতি, উর্বরা, গৌ, ক্ষ্মা, ইলা, জগতী, কু, বসুধরা; অজ, রশ্মি, রূপ, পিতামহ, নায়ক, তনু, জন, ঐরাবত, উচ্চৈশ্রবস্, শুক্রনেত্র, ধ্রুব, আত্মন্, পরব্রহ্মন্, মূলপ্রকৃতি।

২= যম, যমল, যুগল, অশ্বিন্, নাসত্য, দস্র; চক্ষুর সমার্থক শব্দসমূহ, সকল যুগ্ম অঙ্গবাচক শব্দ, যেমন বাহু, কর্ণ, ওষ্ঠ, গুল্‌ফ, কুচ, জানু। পক্ষ, কুটুম্ব, রবিচন্দ্র, গ্রহণ, নদীকূল, রামনন্দন, বিষুবত্, অয়ন। বঙ্গে অনেক সময় নেত্র শব্দে তিন (শিবের নেত্র) বোঝায়। যুগ বলতে ২ বা ৪ (সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি) বোঝাতে পারে। পক্ষ= কখনো কখনো ১৫ ও বোঝায়।

৩= রাম (দাশরথি, বল-, পরশু-), গুণ, ত্রিগুণ, জগৎবাচক শব্দ (লোক, বিষ্টপ, জগত্, ত্রিজগত্, ভুবন, যদিও এরা কখনো কখনো ১৪ কেও বোঝায়, চতুর্দশ ভুবন), অগ্নির সকল পর্যায় (অগ্নি, অনল, উদর্চিস্, শিখিন্, কৃশানু, হোতৃ ইত্যাদি), কাল, ত্রিকাল, ত্রিগত, শিবের নয়ন (ঈশদৃশ্ ইত্যাদি), সহোদর, দোষ, নাড়ী, শূল, গঙ্গামার্গ, মূর্তি, বচন, দশরথপত্নী।

৪= বেদ, শ্রুতি; সাগর ও তার সকল পর্যায় যা পরবর্তী কালে ৭ সংখ্যাকেও

বোঝায় (লক্ষণীয়, ছন্দঃশাস্ত্রে যতি বোঝাতে সাগরবাচক শব্দ প্রযুক্ত হলে ৪ সংখ্যাকেই নির্দেশ করে); কেন্দ্র, বর্ণ, আশ্রম, যুগ, তুর্য, কৃত, অয, আয, বন্ধু, কোষ্ঠ (পাশার চতুষ্কোণ ছক), ব্রহ্মার মুখ, বিষ্ণুর বাহু, ব্যূহ, সেনাঙ্গ, খট্টাপাদ, গোস্তন, পুরুষার্থ।

৫= শর ও তার সকল পর্যায় (ইষু, কলম্ব, বিশিখ, মার্গণ, সায়ক ইত্যাদি), ভূত, মহাভূত, কর্মন্, প্রাণ, পাণ্ডুপুত্র, ইন্দ্রিয, অর্থ, বিষয, রত্ন (৯ বা ১৪ ও হয়), শিবের মুখ, পাতক, পুরাণলক্ষণ, পল্লব, গব্য, তন্মাত্র, ক্ষার, লবণ, (পঞ্চ) মহাযজ্ঞ, তত্ত্ব (সাধারণতঃ ২৫)।

৬= রস, অঙ্গ, কায, দর্শন, রাগ, শত্রুর (৬ রিপু) সকল পর্যায়, শাস্ত্র, মল, কারক, ঋতু, মাসার্ধ, কার্তিকের মুখ।

৭= পর্বতবাচক শব্দসমূহ, ঋষি, মুনি, অত্রি, বার, স্বর, ধাতু, অশ্ববাচক শব্দসমূহ (সূর্যের অশ্ব), ছন্দস্ (বেদের ৭টি ছন্দ), ধী, কলত্র, দ্বীপ, পাতাল, সগর, সাগর।

৮= বসু, হস্তী, তক্ষন্ সিদ্ধি, ভূতি, অনুষ্টুভ্, মঙ্গল, দিক্‌পাল, তনু (শিবের), যাম।

৯= অঙ্ক, নন্দ, নিধি, নিধান, রন্ধ্র (শরীরের নবরন্ধ্র, তাই ছিদ্র, দ্বার এই শব্দগুলিতেও ৯ সংখ্যা বোঝায়, যদিও পরবর্তীকালে গ্রন্থে এই শব্দগুলি শূন্যকে বোঝাচ্ছে), গ্রহ, পবন, বৃহতী, বর্ষ, খণ্ড, ব্রহ্মন্ (সম্ভবতঃ দিনের নবম মুহূর্ত বলে; ব্রহ্মবাচক অজ, অজগর্ভ ইত্যাদিও ৯কে বোঝায়), রত্ন (৫ বা ১৪ ও হয়)।

১০= দিগ্‌বাচক শব্দসমূহ, অঙ্গুলি (২০ ও হয়, হাত-পা মিলিয়ে), পঙ্‌ক্তি, রাবণের মস্তক, অবতার, কর্মন্ (দশ কর্ম বা সংস্কার), লকার।

১১= রুদ্র ও তার পর্যায়সমূহ (শিব, ভব, ভর্গ ইত্যাদি), অক্ষৌহিণী, লাভ, ত্রিষ্টুভ্।

১২= সূর্যবাচক শব্দসমূহ, মাস, রাশি, ব্যয, সংক্রান্তি, জগতী, কার্তিকের বাহু/চক্ষু।

১৩= বিশ্বে দেবাঃ (কখনো সংক্ষেপে বিশ্ব), কাম, মন্মথ, অতিজগতী, অঘোষ (বর্ণ)।

১৪= মনু, বিদ্যা, ইন্দ্র, লোক, পূর্ব (জৈনদর্শনের), রত্ন (৫ বা ৯ ও হয়)।

১৫= তিথি, দিনবাচক শব্দ (অহন্, ঘস্র ইত্যাদি), পক্ষ (২ ও হয়)।

১৬= রাজা (ষোল কলাসমন্বিত চন্দ্র), অষ্টি, কলা।

১৭= অত্যষ্টি।

১৮= ধৃতি।

১৯= অতিধৃতি।

২০= নখ, অঙ্গুলি (১০ ও হয়), কৃতি, রাবণের বাহু।

২১= প্রকৃতি, স্বর্গ, উত্কৃতি, (সাধারণতঃ ২৬)।

২২= অকৃতি, জাতি, কৃতিন্।

২৩= বিকৃতি।

২৪= গাযত্রী, জিন, অর্হত্, সিদ্ধ।

২৫= তত্ত্ব।

২৬= উত্কৃতি।

২৭= সকল নক্ষত্রবাচক শব্দ (উডু ইত্যাদি)।

৩২= দন্তবাচক সকল শব্দ।

৩৩= দেববাচক শব্দসমূহ।

৪০= তান (সাধারণতঃ ৪৯)।

৪৮= জগতী (বৈদিক ছন্দ, মোট ৪৮ অক্ষর; ১২ বা ১ কেও বোঝাতে পারে)।

৪৯= তান।

১০০= ধার্তরাষ্ট্র, পুরুষাযুস্, অব্জদল, শক্রযজ্ঞ।

১০০০= গঙ্গামুখ, শেষনাগের মস্তক, সূর্যরশ্মি, অর্জুনের (কার্তবীর্য) বাহু, ইন্দ্রের চক্ষু।

নিম্নে কিছু ক্রোনোগ্রাম সমাধানসহ দেওয়া হচ্ছে।

- ষট্তুগুতুগুানলমুনিমহীতমে শকবর্ষে। ষট্তুগুতুগু= ৬; অনল= ৩; মুনি=৭; মহী= ১। ১৭৩৬ শকাব্দ।
- মুন্যৃষ্যত্বিন্দুগণিতাঙ্কিতবর্ষে। মুনি= ৭; ঋষি= ৭; ঋতু= ৬; ইন্দু= ১। ১৬৭৭ বৎসর।

• কালাগ্নিশক্রধরণীগণনাঙ্কিতে। কাল= ৩; অগ্নি ৩; শক্র (কামাদি রিপু)= ৬; ধরণী=১। ১৬৩৩।

• শ্রুতিবিপক্ষভূধরধরা। শ্রুতি (বেদ)= ৪; বিপক্ষ (রিপু)= ৬; ভূধর= ৭; ধরা= ১। ১৭৬৪।

• পাবকানলবাণভূমিতমে। পাবক= ৩; অনল= ৩; বাণ (৫টি মদনশর)= ৫; ভূমি= ১। ১৫৩৩।

• ব্রহ্মরসার্ণববসুধরাবর্ষে শাকে। ব্রহ্ম (নবম মুহূর্ত)= ৯; রস (জিহ্বার)= ৬; অর্ণব= ৭; বসুধরা= ১। ১৭৬৯ শকাব্দ।

• বস্বঙ্কর্তুরজনীনাথাঙ্কিতে শকাব্দে। বসু=৮; অঙ্ক=৯; ঋতু=৬; রজনীনাথ= ১। ১৬৯৮ শকাব্দ।

• অচলারাতিষড়িন্দুপরিমিতে শকাব্দবর্ষে। অচল (পর্বত)= ৭; অরাতি= ৬; ষট্= ৬; ইন্দু= ১। ১৬৬৭ শকাব্দ।

• শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ। সিন্ধু=৪ বা ৭; অগ্নি= ৩; বাণ= ৫; ইন্দু= ১। ১৫৩৪/১৫৩৭ শকাব্দ।

• নেত্রেন্দুসিন্ধুক্ষিতিশাক...। নেত্র= ৩ বা ২; ইন্দু= ১; সিন্ধু= ৪ বা ৭; ক্ষিতি= ১। ১৪১৩/ ১৪১২/ ১৭১৩/ ১৭১২। (যেখানে এই ধরনের উভয়তঃ সম্ভাবনা দেখা যায় সেখানে লেখ্যটির বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ঠিক করতে হয় সময়টি কখন হওয়া উচিত। একক বা দশকের ঘরে এই রকম বৈকল্পিক সমাধান খুব প্রভাব ফেলেনা তা বলা বাহুল্য। শতকের ঘরে এই বিকল্পসম্ভাবনা দেখা দিলে তবেই বিশেষ সতর্ক হতে হবে)।

• রসশূন্যসপ্তদশশকাব্দে। রস= ৬; শূন্য= ০; সপ্তদশ= ১৭। ১৭০৬ শকাব্দ।

• শাকে রন্ধ্রশ্রুতিকুসুমলিট্পাদশীতাংশুসংখ্যেন। রন্ধ্র= ০ বা ৯; শ্রুতি= ৪; কুসুমলিট্পাদ= ৬; শীতাংশু= ১। ১৬৪০/ ১৬৪৯ শকাব্দ।

• শরবেদর্ষিভূমানে শাকে। শর= ৫; বেদ= ৪; ঋষি= ৭; ভূ= ১। ১৭৪৫ শকাব্দ।

• খযুগমুনিকুশাকে। খ= ০; যুগ= ৪ বা ২; মুনি= ৭; কু= ১। ১৭৪০/ ১৭২০ শকাব্দ।

• শাকে সাগরশীতদীধিতিধরাধার্যোষধীশোন্মিতে। সাগর= ৭ বা ৪;

শীতদীধিতি= ১; ধরাধারী (পর্বত)= ৭; ওষধীশ= ১। ১৭১৭/ ১৭১৪।

- নাগেন্দুগোত্রক্ষিতিসংখ্যে শাকে। নাগ (হস্তী, আটটি দিগ্‌গজ)= ৮; ইন্দু= ১; গোত্র (পর্বত)= ৭; ক্ষিতি= ১। ১৭১৮ শকাব্দ।
- বেদরন্ধ্রকলামিতে শকরাজবর্ষে। বেদ= ৪; রন্ধ্র= ০ বা ৯; কলা= ১৬। ১৬০৪/ ১৬৯৪ শকাব্দ।
- নখতিথৌ শকবর্ষে। নখ= ১০ বা ২০; তিথি= ১৫। ১৫১০/ ১৫২০ শকাব্দ।
- তুরগাশ্ববেদাঙ্গক্ষমাতমে বিক্রমাব্দে। তুরগ= ৭; অশ্ব= ৭; বেদাঙ্গ= ৬; ক্ষমা= ১। ১৬৭৭ বিক্রমাব্দ।

আরো কয়েকটি উদাহরণ সমাধান ছাড়াই উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রয়োজনে সূত্র দেওয়া থাকবে।

- ইনকলাশাকবর্ষে। (ইন= সূর্য, ১২)।
- শরাগুগাশ্বভূমিমানাঙ্কে বর্ষে শাকে। (আগুগ= শর)।
- গোত্রাচলতিথৌ যথা শাকে।
- শিখিহুতবহকালক্ষ্মামিতে'ব্দে। (শিখি-হুতবহ-কাল-ক্ষ্মা)।
- রুদ্রাশ্বশশলাঞ্ছনাঙ্কিতে সংবত্‌সরে। (শশলাঞ্ছন= চন্দ্র)।
- কলারসরসাপ্রমাণে বিক্রমাব্দে। (রসা= পৃথিবী)।
- বিক্রমাঙ্কে বর্ষে ব্যোমগন্ধর্ববেদাঙ্গবেদাঙ্গভূমিগতে। (গন্ধর্ববেদাঙ্গ= নৃত্য, গীত, বাদ্য এই তিনটি)।

ভারতীয় অভিলেখে ব্যবহৃত অব্দসমূহ

ভারতীয় অভিলেখসমূহ যে সর্বদা সাল-তারিখ সমন্বিত নয় সে কথা আগেই বলা হয়েছে। যেগুলিতে সাল-তারিখ উল্লিখিত তারাও কোনো একটি সার্বজনীন নিয়মের আওতায় পড়ে না। কারণ বিভিন্ন কালে এবং স্থানে বিভিন্ন রাজশক্তির অধীনে নানা ধরনের সাল অভিলেখগুলিতে স্থান পেয়েছে। কখনো রাজার রাজ্যবর্ষই কেবল উল্লিখিত, কোনো অব্দের সঙ্গে তার সম্পর্ক বলা হয়নি। কোথাও শুধু সংবত্‌ বা বর্ষ বলে সালটি উল্লিখিত, কোন্‌ বিশেষ সংবৎসর বা বর্ষ তা বলা